R. N No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী. চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৩৬ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই মাঘ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
২৪শে জানুয়ারী, ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

পদ্মা ও ভাগীরথীতে মাটি কাটা আজও অব্যাহত—এদিকে ভাঙনও চলছে পুরোদমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর ষষ্ঠীতলা, সেকেন্দ্রার খেজুরতলা, পাতলাটোলা, মোমিনটোলা, বড়শিমুল, তেঘরীর রামপুরা ঘাট থেকে নিয়মিত ট্রাক ট্রাক মাটি পদ্মার ধার থেকে কেটে নেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে লালখানদিয়ার সংলগ্ন জঙ্গিপুর ব্যারেজ এলাকা থেকেও ভাগীরথীর মাটি তুলে নেয়ার কাজ চলছে। এই বিশাল পরিমাণ মাটি জমা হচ্ছে এলাকার ইট ভাটাগুলোতে বলে খবর। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে বেপরোয়া মাটি কাটার লিখিত অভিযোগ আনেন। এর প্রেক্ষিতে মহকুমা শাসক রঘুনাথগঞ্জ-২ এর ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে তাঁর দপ্তরে ডাকেন। ভূমি আধিকারিক নাকি পদ্মা চরের মাটি কাটার ঘটনা অস্বীকার করেন। এরপর কিছুদিন সমস্ত ঘাটেই ট্রাক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আবার খেজুরতলা, ষষ্ঠীতলা থেকে কয়েকটি ট্রাকে পদ্মার মাটি সংগ্রহ শুরু হয়েছে। সাংসদ কোটায় মিঠিপুর—ভৈরবটোলা রাস্তার প্রয়োজনেও প্রচুর মাটি লাগানো হয়েছে বলে এলাকাবাসীর জানান। পদ্মার মাটি কাটা প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোমনাথ সিংহরায় জানান—ছোটখাটো বন্যায় এলাকার মানুষের যাতে দুর্ভোগ না বাড়ে তার জন্য ওখানে একটা বাঁধের কাজ চলছে। ওর প্রয়োজনে কিছুটা মাটি নেয়া হয়েছে এইমাত্র।

জমি হারাদের বিক্ষোভ সমাবেশে অধীররঞ্জন চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট কনট্রাকটর শ্রমিক কংগ্রেস এবং ব্লক কংগ্রেস কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ জানুয়ারী পি. ডি. সি. এল-এর মেন গেটের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন হয়েছিল। সেখানে কংগ্রেসের অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক। প্রধান বক্তা জেলা কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন—জমিহারাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি মানা হয়নি। সাগরদীঘির ১০ কিমি এলাকাকে রুরাল ডেভেলপমেন্টের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি এখন পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। তার পরিবর্তে জমি হারাদের উপর চলছে সি. পি. এম. ক্যাডারদের ব্যাপক দুর্নীতি, অন্যায় অত্যাচার আর শোষণ। সেই সাথে পি. এফ-এর নামে ৬/৭ হাজার দিন কাজ করা মজুরদের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। এসেছে সিঙ্গুর-এর প্রসঙ্গ। যেখানে টাটাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকার পরিবর্তে সরকারের পক্ষ থেকে আরও কম টাকা দেওয়া হচ্ছে জমিহারাদের বলে অধীরবাবু অভিযোগ করেন। আজ তারই প্রতিবাদে হাজার হাজার শ্রমিক আজকের বিক্ষোভ সমাবেশে সোচ্চার (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর ট্রেজারীতে আবার কোর্টফি-ষ্ট্যাম্প অমিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ট্রেজারীতে এক টাকার ওপরে কোন কোর্ট ফি বা দশ/কুড়ি টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প প্রায় এক মাস থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে কোর্টের যাবতীয় কাজে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত এপ্রিল '০৬-এ ১/২/৫ টাকার কোর্ট ফি দীর্ঘদিন অমিল থাকার প্রতিবাদে জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীরা এক নাগাড়ে পনের দিন কোর্ট বয়কট করেন। তার প্রেক্ষিতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ এখানে এসে কম দামের কোর্ট ফি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন এবং কপিং সেকশনে কোর্ট ফি বিহীন যে সব দরখাস্ত জমা পড়েছে (শেষ পৃষ্ঠায়)

শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসেও নানা সমস্যায় দীর্ণ ধুলিয়ান পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সমস্যা জর্জরিত ধুলিয়ান পুরসভার আয়ু শতবর্ষের কাছাকাছি হলেও উন্নয়ন বলতে সেখানে কিছুই নেই। রাস্তাঘাট বেহাল। পানীয় জলের সমস্যা প্রতিদিনের। বিদ্যুৎ, জল নিষ্কাশন সমস্যা সর্বাধিক। তার উপর যান চলাচলের জটিল সমস্যায় নারীপুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী সর্বস্তরের নাগরিক বিব্রত ও সন্ত্রস্ত। কারণ এই শহরের প্রবেশ পথ একটিই। যেটা ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধুলিয়ান ডাকবাংলা মোড় থেকে শুরু। এই পথ দিয়েই প্রতিদিন প্রবেশ করে গরুগাড়ী, ঘোড়াগাড়ী, (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই মাঘ বুধবার, ১৪১৩ সাল।

॥ শীতের গীত ॥

আমাদের ঋতুরঙ্গের এই দেশে প্রত্যেকটিই এক একটি বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হয়। আর তাহার সেই উপস্থিতি মনকে নানা-ভাবে প্রভাবিত করে। কবিকুল তাঁহাদের কল্পনার জাল বিস্তার করিয়া বহুবিধ শব্দবিন্যাসে তদ্বিষয়ক বর্ণনায় মুখর থাকেন এবং প্রকৃতির প্রতি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর রাখিয়া দেন। অতি বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ঋতু বিশেষে বাস্তব চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন।

মূলতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু তথাকথিত অর্কবিদিগের কাছে এক এক রূপ লইয়া উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকে তাঁহারা রুদ্রের প্রচন্ডতায় ভুষিত করেন। বর্ষাতে রাক্ষসীর করালগ্রাস দেখেন। শীতের জরত্বে বার্দ্ধক্যের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই তিন ঋতুই যেন কিছু জীবনের দাবী করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে মৃত্যু, বর্ষার প্লাবনে মৃত্যু ও শীতের শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যু।

এবারের শীতে যে শৈত্যপ্রবাহ কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে তজ্জনিত মৃত্যু হইয়াছে। একধারে শীত দিয়াছে প্রাণ ধারণের নানা সম্ভার। শস্য, সব্জি এবং অন্যান্য নানা উপকরণে শীত ডালা সাজাইয়া যে ভোজের আমন্ত্রণ জানায়, তাহাতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। বিবিধ শাকসব্জির উপকরণে গৃহস্থের অন্নথালি সজ্জিত হয়; অন্যদিকে পিঠে-পায়েসের আয়োজনে রসনার পরি-তৃপ্তি। কিন্তু এও তো আজ অর্কবিজনোচিত হইল না। কবির কল্পলোকের কথার মত শুনাইতেছে এবং আজিকার সমস্যা-জর্জ্জরিত মানুষের ভাগ্যকে যেন উপহাস করা হইতেছে। ইহা যথার্থ বটে। যে শীত মানুষের পরিপাক শক্তির এক বাড়তি ক্ষমতা দেয় এবং তাই বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রীর পসরা সে সাজায়, সে শীত ঋতু আজ মানুষের মনে আবেদনের সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না। পরিপাক করিবে যে সব বস্তু, তাহা ভাগ্যবান কুবের প্রতিনিধিদের করায়ত্ত; 'হারু সেখ' ও 'রামা কৈবর্ত''দের কাছে তাহা স্বপ্নসম।

ওয়ার্ক কালচার

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমানে সরকার নিশ্চেষ্ট ভুমিকামাত্র পালন করে না। পুলিশি প্রশাসনের পরিবর্তে সর্বত্র সরকার আজ জনকল্যাণে ব্রতী একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান। সরকারের বহুতর মঙ্গলপ্রকল্প ও প্রয়াগগুলিকে সার্থক রূপ দিতে বলে। সেগুলিকে সফল করে তুলতে হলে সরকারী কর্মচারীদের এগিয়ে আসতে হবে, ঠিকমতো কাজ করতে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। ঠিক সময়ে আপিসে আসা এবং ঠিক সময়ে আপিস থেকে যাওয়া কার্যকরী হবে না, যদি আমরা এই সময়টিকে অনলস কাজের দ্বারা পরিপূর্ণ করে না তুলি। যদি আপিসে এসে চেয়ারে রুমাল বেঁধে নিজের আসা প্রমাণ করে ডুব মারি, কিংবা চার্লস ল্যামের মতো দেরীতে আপিসে আসার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলি, "কিন্তু স্যার আমি আপিস থেকে বের হই ঠিক সময়ের আগে", কিংবা যদি আপিসে এসে শুধু চা পান করি, খবরের কাগজ পড়ি, কিংবা আড্ডা দিই, তাহলে পুরো ৭ ঘন্টা আপিসে থাকলেও কাজের কাজ কিছু হবে না। এই সাত ঘন্টা কংক্রিট কী কাজ করা হয়েছে তা দেখাতে হবে এবং কাজে প্রমাণ করতে হবে। এবং তা করতে হলে দেশকে আপন মনে করে ভালোবাসতে শিখতে হবে। প্রকৃত স্বদেশ চেতনা না থাকলে কর্মচেতনা বা কর্মনিষ্ঠা আসতে পারে না। আমরা যখন সরকারের কাজকে নিজের কাজ বলে মনে করতে পারব, সরকারী টাকা-পয়সার হিসাব নিজের হিসাব বলে মনে করতে পারব তখনই আমাদের কাজ সার্থক হবে। এই সার্থকতা তখনই আসবে যখন আমরা দেশকে ভালোবাসতে শিখব, দেশের আপামর জনসাধারণকে নিজের লোক বলে মনে করতে পারব।

অত্যন্ত দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় আমরা সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিতে শিখেছি। আমরা পরানুকরণ করতে ভালোবাসি, অপরের বেশভুষা ও কথাবার্তা ও বাইরের চালচলন। অন্যদেশ যেভাবে নিজেদের সর্বাঙ্গীণভাবে উন্নতি করতে শিখেছে সে শিক্ষা আমরা নিতে শিখিনা। আমরা বিদেশীদের মদ্যপান রীতি, হালকা নাচগান নকল করতে ভালোবাসি, কিন্তু তারা দেশের জন্য এককাট্টা হয়ে প্রাণ দিতে পারে সে শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কারগিলে জওয়ানরা যে নির্ভীক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, দেশের জনসাধারণ যেদিন সেই নির্ভীকতা দেখাতে পারবে সেইদিনই আমাদের কর্মতৎপরতা তাৎপর্যপূর্ণ হবে। শুধু ঠিক সময়ে আপিস যাওয়া ও ঠিক সময়ে আপিস থেকে বের হওয়ার দ্বারা আমরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব না। স্বদেশ চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যেদিন প্রকৃত প্রভাবে কর্মনিষ্ঠ হতে পারব সেই দিনই সার্থক হবে ওয়ার্ক কালচার এবং ঠিক সময়ে আপিস যাওয়া ও আপিস থেকে ফেরা। (প্রকাশ ২০০০) (শেষ)

বর্তমান সমাজে নেতাজীর মতাদর্শ

মুক্তা ঘোষাল

আজকের সমস্যাবহুল সমাজের ঘূর্ণাবর্তে কোটী কোটী নরনারী যখন বিভিন্ন অভাবের তাড়নায় জর্জরিত, যখন এই বাংলার মাটীও অনেক দাবী দাওয়ার 'শ্লোগানে' প্রকম্পিত তখন এই সন্ধিক্ষণেই পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে এই বিশাল ভারতের বুকে আবির্ভূত হওয়া একনিষ্ঠ দেশ-প্রেমিক, সর্ববাদী প্রাতঃস্মরণীয় দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসু তথা নেতাজীর জন্মদিন। বিট্রীশ অত্যাচারী শাসকদের কালো হাত থেকে শৃঙ্খলিত ভারতমাতাকে মুক্ত করে যে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, তা ত্বরান্বিত করতে এক সময় আবির্ভূত হন সুভাষচন্দ্র বসু। আজকের সমাজের সংকটময় পরিস্থিতিতে অবক্ষয়ের চরম মুহূর্তে নেতাজীর দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্তভাবে জরুরী। শুধুমাত্র তাঁর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী সরকারী দপ্তর থেকে বহু সংগঠন, প্রতিষ্ঠান তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে, কিছু মুহূর্তের জন্য বক্তৃতার ফুলঝুড়ি আর কিছু স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের "প্রভাত ফেরী"র আয়োজন। এ তো ঘটে আসছে গতানুগতিকভাবে। তাতে জাতীয়তা-বোধের কোন স্পন্দন থাকে না। আজ স্বাধীনতা লাভের ষাট বছর পরেও বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে, খোলা আকাশে ফুটপাতে দিন কাটাচ্ছেন। জঙ্গিপুর মহকুমা তথা মুর্শিদাবাদ জেলার বহু দেশপ্রেমিক তাঁর সান্নিধ্যে এসে, তাঁর আদর্শে আপ্লুত হয়ে বিট্রীশ শাসকের লালচক্ষু উপেক্ষা করার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে এই রঘুনাথগঞ্জেরই তৎকালীন স্বদেশ প্রেমিকা মৃণালিনী দেবী, প্রয়াত দুর্গাশঙ্কর শুকুল, ৺বিজয়কুমার ঘোষাল, ৺শ্যামাপদ মুখার্জী, ৺সুধীরকুমার মুখার্জী (সনাবাবু), বহরমপুরের ৺ব্রজভূষণ গুপ্ত, ডাঃ ননীলাক্ষ সান্যাল, শশাংক সান্যাল, নলিনী বাগচী, কেদারনাথ মুখার্জী, ধুলিয়ানের শ্রীপতিমোহন দাস, সাগরদীঘির মধু মার্জিত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিগত ১৯২৯ সালের এই রঘুনাথগঞ্জ (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিদ্যারম্ভ হ'ল যবে মোর,
হাতে খড়ি দিল গুরুমশাই।
তুই মা জননী, বিদ্যাদায়িনী,
তোর পূজা আমি করি মা তাই।

তোরই কৃপায় যশের সহিতে
চারিখানি পাশ পাইনু বেশ ;
ঘরে এসে দেখি আমারে প্রড়া'তে
বিষয় বিভব হয়েছে শেষ।

ছ'মাস না যেতে দেনা ভেবে ভেবে,
পরলোকগত পিতৃদেব ;
এ দিকে যে আমি বিদ্যার চোটে
হইয়া পড়েছি হাফ-সাহেব।

দেনা ক'রে টাকা পাঠাতেন বাবা—
তাহাতে কিনেছি বিলাতী বুট ;
জমি বেচে বাবা পাঠাতেন টাকা
তাহাতে খেয়েছি চা, বিস্কুট।

দেনা দেখে আমি কবি নাই ভয়,
মনে মনে মোর ছিল এ বোধ—
ছ'টি মাস যদি হাকিমী করি ত
সকল দেনাই করিব শোধ।

খোসামোদ করি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
হাকিমীর নেশা ছুটিল মোর।
পাশ করিলেই হয় না হাকিম,
চাই এতে সুপারিশের জোর।

হিতাকাঙ্ক্ষী যত আত্মীয়স্বজন,
যুক্তি সকলে দিল আমায়—
পুলিশে ঢুকিলে হইবে আমার
হাকিমের চেয়ে অধিক আয়।
এম-এ, পাশ করি দারোগা হইব !
অদৃষ্টের ফের বাপরে বাপ !
আমি হ'নু রাজি, বিধাতা তো নয়,
দু' ইঞ্চি কম বুকের মাপ।
দিন দিন দিন আয়ু হ'ল ক্ষীণ—
বয়স পঁচিশ গত যে প্রায় !
সরকারী পোষ্ট আজ না পাইলে
জীবনে কি আর মিলিবে হায় ?
বিদ্যার গরম হইল ঠান্ডা,
ভাঙ্গিল আমার দাঁতের বিষ—
পঁচিশ মুদ্রা ভাতা নিয়ে হ'নু
কেরাণী-গিরিত্ব এপ্রেন্টিস্।
কিছুদিন পরে হইনু বাহাল
বেতন হইল পঞ্চাশৎ।
(i) আই এর ফুটকি (t) টীর মাথা কাটা
ভুল হইলেই কৈফিয়ৎ।
আপিসের যিনি বড় বাবু মোর,
দু'বেলা তাঁহারে মাখাই তেল।
তবু ভুল পেলে দেন টিটকারী—
'এম-এ পাশ করে এই আক্কেল ?'
সারাটা পৃথিবী দেখি অন্ধকার
সাহেব যখন করেন রাগ।
গোটা দুই টাকা উপরি পাইলে
ভাবি আমি আজ মেরেছি বাঘ।
নয়টা বাজিতে আপিশেতে ছুটি,
পেটে দিয়ে ছাই ভস্মটা,
চাবুকের চোটে ছুটে চলে যথা
ছ্যাকরা গাড়ীর অশ্বটা।
স্বাস্থ্য আমার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া
হজম হয় না মুগের জুস্।
হজম হয় শুধু সাহেবের তাড়া,
আর টাকা সিকে যা' পাই ঘুস।
চোর লুটে রাতে আমি লুটি দিনে
মোর চেয়ে ভাল ডাকাত চোর।
স্বাস্থ্য সারল্য ফিরে দে আমার
বিদ্যা ফিরে নে জননী তোর।

নেতাজীর মতাদর্শ (২য় পৃষ্ঠায় পর)

সদরঘাটে স্মরণীয় এক সমাবেশও করেছিলেন নেতাজী। ২য় সভাটি হয়েছিল নেতাজীর নেতৃত্বে ইং ১৯৩৮ সালে। সেই স্মরণীয় সভার দুষ্প্রাপ্য ছবিটি আজো অস্পষ্ট হলেও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। ইং ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী কলকাতায় চার্লস টেগার্ট ও পুলিশ-বাহিনীর চরম তৎপরতায় ও জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর ঘৃণ্য চক্রান্তকে ব্যর্থ করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সেদিন অগণিত মানুষ মনুমেন্টের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন পুলিশের বর্বর আক্রমণে তিনি রক্তাক্তও হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় মৃনাল দেবীও ছিলেন সেই সমাবেশে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত দেশপ্রেম আজ কোথায় ? আজকের প্রজন্ম তাঁর আদর্শবাদ ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেম সম্পর্কে অন্ধকারে। বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘৃণ্য বাতাবরণে ভারতের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। ভারতমাতার সম্মান, স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু শহীদ, বীর সন্তানদের আত্মত্যাগের কথা আজ কয়জনই বা জানে। নেতাজীর মত আত্মত্যাগ, দেশকে আপন করে ভাববার মত মানুষের আজ বড় অভাব। সেই শূন্যস্থান কবে পূরণ হবে আমরা তার আশায় শবরীর প্রতীক্ষায় আছি। তাঁর মৃত্যু রহস্য শত তদন্ত কমিশনেও উদ্ঘাটিত হল না। এটা আমাদের লজ্জা, জাতির লজ্জা।

আনন্দধারার সমাবর্তন উৎসব

অসিত রায়ঃ আনন্দধারা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এর ২৯ তম সমাবর্তন উৎসব গত ১৩ এবং ১৪ জানুয়ারীর দুটো সন্ধ্যেয় জঙ্গিপুরের সংস্কৃতিপ্রেমিক দর্শকদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। সভাপতি ছিলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। বিশেষ অতিথি পার্থসারথী নাথ ও বুদ্ধদেব দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ছাড়া ছিল কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রথম স্থানাধিকারী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন কলাকেন্দ্রের সঙ্গীত বিশারদ (আবৃত্তি) পরীক্ষায় ৩য় স্থানাধিকারী অগ্নিমিত্র ব্যানার্জীকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপনও ছিল উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। অভ্যাগতরা তাদের বক্তব্যে সংসার জীবনের দৈনন্দিন একঘেয়েমী পরিমন্ডলের বাইরে সংস্কৃতি চর্চার যে বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তার ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ব্যঞ্জনায় যে দুটো সন্ধ্যা আনন্দধারার উপস্থাপনায় দেখার সুযোগ হয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। তাই "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ছিল উৎসবের সূচনা। দুষ্টুমি, মজা আর হুল্লোলের ফেলে আসা সেই ছোটবেলার দিনগুলোতে ফিরে যেতে আমরা পেয়েছি "লম্বা হাঁক ছাড়ি চৌকিদার বা ছন্দের বৈচিত্র্য দিয়ে গাঁথা "আগডুম বাগডুম" ও "নাচ ময়ূরী নাচ রে"-র মতো উপস্থাপনা। রবীন্দ্র চিন্তা ভাবনায় পথ চলার আনন্দে অনন্ত আকাশের মধ্যে মুক্তির আকুলতায় "পথ ও পথিক" এর মধ্যে আমরা পেয়েছি ব্যাকুল বাঁশরী বাজিয়ে পথকে সাথী করে পথিকের পথ চলা। কেননা এই পথ চলার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তি আর আনন্দের প্রেরণা। পেয়েছি পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামালের উন্মাদনায় ঘুমিয়ে থাকা সমাজ জীবনের জেগে ওঠার ব্রতে সামিল হওয়ার মতো সমবেত আবৃত্তির অনুষ্ঠান "কামাল পাশা"। পেয়েছি উচ্চাঙ্গ নৃত্য কত্থক বা ভারতনাট্যম "তোড়েম" এ পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে ভগবানের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা। ছিল একাধিক ছোটদের অনুষ্ঠান যা সমস্ত দর্শকদের মনোরঞ্জনের খোরাক হয়েছিল। এখানেই পাওয়া যায় উপস্থাপনার সার্থকতা। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সমাবেশে অধীররঞ্জন চৌধুরী (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়ে উঠেছিলেন। কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন লক্ষ্যই নেই। খেটে খাওয়া দিন মজুরেরা এখন কর্মহীন উদ্‌ভ্রান্ত। সেই সাথে জমি অধিগ্রহণের পরে যে সব উদ্বৃত্ত জমি থাকবে সেইগুলোও বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্গত পরিত্যক্ত ছাইয়ের দৌলতে পরিণত হবে অনুর্বর জমিতে। সেখানেও ভবিষ্যতে কোন চাষ আবাদ সম্ভব হবে না। প্রয়োজন রয়েছে তাদেরও ক্ষতিপূরণ। অধীর বলেন শ্রমিক আইনও পদে পদে এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে। আই, এন, টি, ইউ, সি স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন। অথচ সাগরদীঘি তাপ বিদ্যু কেন্দ্রে তাদের কোন ভাবেই সংগঠনের মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। জমিহারাদের বঞ্চিত করে সাগরদীঘির এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে জি, এম, কে অনির্দিষ্টকাল ঘেরাও করে রাখা হবে। আর জমিহারাদের দাবী সমূহের সুষ্ঠু এবং সম্মানজনক সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান অধীর চৌধুরী। সভাশেষে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় মূলতঃ জমি অধিগ্রহণের ফলে যে সব মানুষ বেকার হয়েছেন তাদের অবিলম্বে কর্মসংস্থান, বেকার জন-মজুরী কৃষকদের জন্য প্রতিদিন কাজের নিশ্চয়তা ইত্যাদি দাবী নিয়ে। এই প্রসঙ্গে জি, এম, অহিভূষণ দাসের বক্তব্য—জমির দামের ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। এতে তার কিছু করার নেই। অন্যদিকে সিপিএম সংগঠনের নেতারা অধীর চৌধুরীর এই সব অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই বলে জানান।

বিজ্ঞপ্তি

গৌড় গ্রামীণ ব্যাংক সন্মতিনগর শাখা হইতে প্রাপ্ত F. D. Certificate Receit No. 133891, F. D. No. 83212/06 হারাইয়া গিয়াছে। তাহার G. D. নং 460 তাং 18/1/07. I/C Jangipur T. O. P.। কেহ পাইয়া থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় জমা দিবেন।

মোহনলাল জৈন, পিতা ৺চতুর্ভুজ জৈন
২২/১/০৭ পোঃ সন্মতিনগর

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম জঙ্গিপুর উচ্চবিভাগীয় দেওয়ানী আদালত
মোকদ্দমা নং P. S. 15/2006
বাদী তামালচন্দ্র দাস, পিতা মৃত গোপালচন্দ্র দাস
সাং+পোঃ বালিয়া, থানা সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ

বিবাদী বন্দনা চক্রবর্তী, স্বামী অশোক চক্রবর্তী দিং বিরুদ্ধে বিভাগ বন্টন প্রার্থনায় সাগরদীঘি থানার বালিয়া মৌজার ১৪০৫ নং খতিয়ানের ১৩৩০/২৩৩৮ নং দাগের ৫৬ শতক সম্পত্তি লইয়া মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দমায় C. P. Code এর Order 1 rule 8 ধারার বিধান মতে গ্রাম্য জনসাধারণ পক্ষে বালিয়া গ্রামের মাতব্বর মৃত ভাদু দাসের পুত্র বুদ্ধু দাস ও শুদ্ধু দাসের পুত্র চমৎকার দাসকে ১৩/১৪ নং বিবাদী করিয়া মোকর্দমা করিয়াছেন। বাদীপক্ষ সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামের জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, উপরোক্ত নং মোকর্দমায় বালিয়া গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে মোকর্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২০ দিন মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া জবাব দাখিল করিবেন অন্যথায় আইনানুগ আদেশ হইবে।

অনুমত্যানুসারে
অরবিন্দ দত্ত, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন
জঙ্গিপুর কোর্ট, মুর্শিদাবাদ

সমাবর্ত উৎসব (৩য় পৃষ্ঠার পর)

কবির অনন্তলোকে যাত্রার পটভূমিকায় "২২শে শ্রাবণ" আমাদের নিয়ে গিয়েছিল এক বিষাদঘন পরিবেশে। আবার "কিস্‌সা কোলকাত্তার" পাঁচালী গাথায় আমাদের বাস্তব জগতের মুখোমুখি নিয়ে আসে। বর্তমান প্রজন্মের জন্য আধুনিক গানে ছিল বিশ্বপিতার আরাধনা বা "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে"র মতো অনুষ্ঠান। ঠাকুমার কোলে বসে ছেলেবেলার সেই গা ছমছম করা ভুত-প্রেত্নী-দৈত্য-দানবের জগতে কিছু সময়ের জন্য বিচরণ করার সুযোগ হলো তাদের পরিবেশিত "ভূতের রাজা দিল বর" বা "ভুত ভবিষ্যৎ" উপস্থাপনার পরিবেশনায়। তাদের শেষ উপস্থাপনা "ভূষান্ডীর মাঠে" মনে হয় দর্শকদের কাছে সবচেয়ে ভালো লাগার খোরাক নিয়ে হাজির হয়েছিল। বিশেষ করে শিবু ভট্টাচার্য্য-এর ভূমিকায় অভিপ্সা চক্রবর্তীর সাবলীল অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছিল। মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত একটি মেষের কাতর প্রার্থনায় দস্যু রত্নাকরের জীবনে এসেছিল আমূল পরিবর্তন। অচলা লক্ষ্মীর বর উপেক্ষা করে তিনি সরস্বতীর প্রতি অনুরক্ত হন। তার আশীর্বাদ আর বরে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে গীতিনাট্য "বাল্মীকি প্রতিভা" দর্শকদের মনে তেমন রেখাপাত করতে পারেনি। আবহ সঙ্গীতের সাথে মঞ্চে আলো ছায়ার প্রেক্ষণ অনুষ্ঠানের মাধুর্য্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। শব্দ ক্ষেপণ ব্যবস্থা ও মঞ্চের দৃশ্য পরিবর্তনে বিলম্বিত সময় এবং সামগ্রিক উপস্থাপনায় কিছু অসংগতি দর্শকদের অধৈর্য্যের কারণ হয়েছিল। তবুও শীতের রাত উপেক্ষা করে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শক আনন্দধারা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অংশীদার হন—এখানেই রয়েছে অনুষ্ঠানের সাফল্য এবং সার্থকতা।

ষ্ট্যাম্প অমিল (১ম পৃষ্ঠায় পর)

সেগুলো যাতে বাতিল না করা হয় তারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান ডিষ্ট্রিক্ট জজ। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবীরা কোর্ট বয়কট আন্দোলন বাতিল করেন। কিন্তু পরবর্তীতে নাকি ঐ সব কোর্ট ফি বিহীন দরখাস্ত বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে কিছু অসাধু ষ্ট্যাম্প ভেন্ডার ১০/২০ টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প নিয়ে কালোবাজারী শুরু করেছে বলে অনেকে অভিযোগ করে। এই পরিস্থিতি নিরসনের দাবীতে গত ২০ জানুয়ারী '০৭ জঙ্গিপুর বারের প্রায় ৮০ জন আইনজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র বারের প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয়েছে বলে খবর। ট্রেজারী কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা এরজন্য দায়ী বলে কোন কোন আইনজীবী মন্তব্য করেন।

ধুলিয়ান পুরসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাস, লরি, টেম্পো, প্রাইভেট কার ইত্যাদি যানবাহন। এই জনবহুল পথ দখল করে আবার প্রতিদিন নতুন নতুন দোকানও গজিয়ে উঠছে। ফলে সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে। পুরসভা থেকে কয়েকবার জবর দখল উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রশাসনও সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক টানা পোড়েনে সে সব সিদ্ধান্ত আজও কার্যকর হয়নি। যার ফলে সমস্যা বাড়ছেই।

সেলসম্যান চাই

একজন অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট সেলসম্যান চাই।
যোগাযোগ ঃ— ৯২[illegible]২৩৬৬[illegible]

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, [illegible] ট্র, পো, [illegible]
(মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২ [illegible] হইতে [illegible] রাধিকা [illegible]
পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রক[illegible]